

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

154183 - শশিুদরে মাঝে মষিটান্ন বতিরণ করার মাধ্যমে মধ্য শাবানরে রাত (শবে বরাত) কি উদযাপন করা যাবে; রমযান মাস কাছ্ে আসার আনন্দ প্রকাশ থেকে

প্রশ্ন

মধ্য শাবানরে রাত উদযাপন করা কি জায়যে? যটোক্ে কোন কোন দেশে জাতীয় ঐতহিযগত উৎসব হিসাবে গণ্য করা হয়। আরো পরষিকার করে বললে: আমাদরে দেশে কছি কছি গেষ্টা শশিুদরে মাঝে মষিট বতিরণ করার প্রথা চালু আছে। আমরা ধরে নিয়েছ্ে য়ে, এটি রমযান মাসরে আগমন উপলক্ষে খুশি। এ রাতটি উদযাপন করতে কি কোন অসুবিধা আছে? যদি উদযাপনটা শুধু শশিুদরে মাঝে মষিট বতিরণরে মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মধ্য শাবানরে রাত বা শবে বরাত উদযাপন করা শরযিতসম্মত নয়; সটো নামায পড়ার মাধ্যমে হোক, যকিরিরে মাধ্যমে হোক, কুরআন তলোওয়াতরে মাধ্যমে হোক কথিবা মষিটান্ন বা খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে হোক। কোন সহহি হাদসিে এ রাত্ে বিশিষে কোন ইবাদত বা অভ্যাস পালন করার শরযি ভিত্তি জানা যায় না। মধ্য শাবানরে রাত্রি অন্য য়ে কোন রাতরে ন্যায়।

ফতযোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলেন:

"লাইলাতুল ক্বদর উদযাপন করা বা অন্য কোন রাত উদযাপন করা, কথিবা শবে বরাত, শবে মরোজ, ঙ্গদে মলিাদুন্নবী ইত্যাদি উপলক্ষেগুলো উদযাপন করা জায়যে নহে। কোননা এসব হচ্ছ্ে-- নবপ্রবর্ততি বদিাত; যগুলোরে সমর্থনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে এমন কছি উদ্ধৃত হয়নি। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদরে শরযিতে নহে সটো প্রত্যাখ্যাত"। এ ধরণরে উপলক্ষেগুলো উদযাপনরে জন্য অর্থ, উপঢৌকন বা চা বতিরণ করার মাধ্যম সহযোগতি করাও জায়যে নহে। এ ধরণরে উপলক্ষে খোতবা ও আলোচনা পশে করাও জায়যে নহে। কোননা এর মাধ্যমে এ উপলক্ষেগুলো উদযাপনরে প্রতী সমর্থন দযো হয় ও উৎসাহ দযো হয়। বরং এগুলোরে নন্দি করা এবং এগুলোতে উপস্থতি না হওয়া ওয়াজবি।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমি (২/২৫৭-২৫৮)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: আমাদের সমাজে কচ্ছি কচ্ছি উপলক্ষকেন্দ্রিকি কচ্ছি প্রথা আছে আমরা বংশানুক্রমে যগুলো পালন করে আসছি। যমেন-- ঈদুল ফতির উপলক্ষ্যে ককে ও বস্কুট তরৌ করা, রজব মাসরে ২৭ তারখি ও শাবানরে ১৫ তারখি উপলক্ষ্যে গশেত ও ফল-ফলাদরি ডশি তরৌ করা এবং আশুরার দিনে বশিষে ধরণরে কচ্ছি মষ্টিটান্ন তরৌ করা অনবির্য়। এসব ব্যাপারে শরয়িতরে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলনে: "ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দিনি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করতে কোন বাধা নই; যদি সটো শরয়িতরে গণ্ডরি মধ্যে হয়। যমেন-- লোকরো সবাই খাবার ও পানীয় ইত্যাদি নিয়ে একত্রতি হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েচে যে, "তশরকিরে দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দিনি"। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চয়েছেন ঈদুল আযহার পররে তিনিদিনি যে সময়ে মানুষ কেরবানি করে, কেরবানির গশেত খায় এবং আল্লাহর নয়ামত উপভোগ করে। অনুরূপভাবে ঈদুল ফতিররে দিনিও আনন্দ-খুশি প্রকাশ করতে কোন বাধা নই; যদি সটো শরয়িতরে গণ্ডি অতিক্রম না করে। আর রজব মাসরে ২৭ তারখি কথিবা ১৫ শাবানরে রাত্রে কথিবা আশুরার দিনে খুশি প্রকাশ করা-- এর কোন ভিত্তি নই। বরং সটো নিষিদি। কোন মুসলমি এ ধরণরে কোন অনুষ্ঠানের দাওয়াত পলে সখোনে যাবনে হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা নবপ্রবর্ততি বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাক। কেননা প্রত্যকে নবপ্রবর্ততি বিষয় বদিত। আর প্রত্যকে বদিতই ভ্রষ্টতা"।" রজব মাসরে ২৭ শে রাতকে কটে কটে লাইলাতুল মেরাজ দাবী করনে; যে রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে মেরাজে গিয়েছেন। ঐতিহাসিকি দকি থেকে এটি সাব্যস্ত হয়নি। আর যা কচ্ছি সাব্যস্ত নয় সটো বাতলি। বাতলিরে উপর ভিত্তি করে যা কচ্ছি গড়ে ওঠে সটোও বাতলি। যদি আমরা ধরে নই যে, সে রাত্রেই মেরাজ সংঘটিত হয়েচে তদুপরিসে রাত্রে কোন প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান বা ইবাদত প্রবর্তন করা আমাদের জন্য জায়যে হবে না। কারণ এসব কচ্ছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি এবং তাঁর সাহাবীবর্গ থেকেও সাব্যস্ত হয়নি যারা তাঁর সবচয়ে কাছরে মানুষ এবং তাঁর সুন্নত ও শরয়িত অনুসরণে সবচয়ে আগ্রহী। তাহলে আমাদের জন্য কভিবে এমন কচ্ছি প্রবর্তন করা জায়যে হতে পারে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় ছিল না এবং তাঁর সাহাবীদরে যামানায় ছিল না?!

এমন কিমধ্য শাবানরে রাত্রে ব্যাপারেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ রাতকে অতিরিক্ত মর্যাদা দয়ো ও ইবাদতে রাত কাটানো সাব্যস্ত হয়নি। বরং কচ্ছি তাবয়েি থেকে নামায ও যকিরিরে মাধ্যমে এ রাত কাটানো সাব্যস্ত হয়েচে; খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফুর্তি বা উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়।"[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (৪/৬৯৩)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।